সোমবার ২৯ ফাল্গুন ১৪১৮
১২ মার্চ ২০১২
দৈনিক ইত্তেফাক

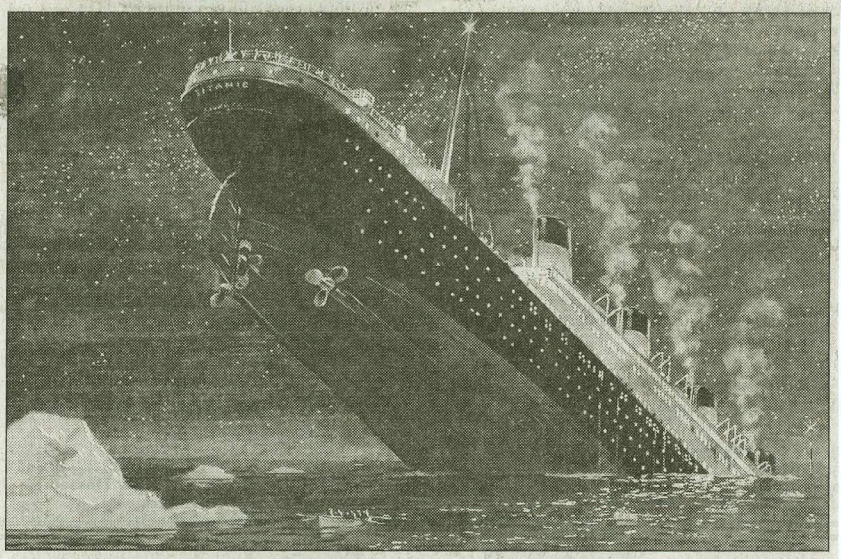

'টাইটানিক' ছবিতে চলচ্চিত্রকার সেই জাহাজ ডুবির মুহূর্তটা এভাবে চিত্রায়িত করেছেন

টাইটানিক ডুবি

ভিলেন তবে চাঁদ-সূর্য?

• আন্তর্জাতিক ডেস্ক •

টাইটানিক ডুবেছে ঠিক একশ বছর হলো। বিশালায়তন এই জাহাজডুবি নিয়ে এপর্যন্ত এন্তার গবেষণা হয়েছে। নানা মুনি নানা মত দিয়েছেন। স্পিলবার্গ তৈরী করেছেন সুপার ডুপারহিট সিনেমা 'দ্য টাইটানিক'। তিনিও সিনেমায় দেখিয়েছেন কিভাবে ডুবেছিল এই জলদৈত্য। কিন্তু সব মতকে পেছনে ফেলে যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস স্টেট ইউনিভার্সিটির একদল ফরেনসিক জ্যোতির্বিদ জানিয়েছেন, টাইটানিক ডুবানোর পেছনের ভিলেন আর কেউ ছিল না। পেছন থেকে কলকাঠি নেড়ে এই মহাসর্বনাশ করেছিল আমাদের সবার আদরের 'চাঁদমামা'! সেই-ই ছিল নাটের গুরু! আর তাকে উসকানি দিয়েছিল 'সুয্যিমামা'। গবেষকরা এমন অকাট্য প্রমাণ হাজির করেছেন যার ফলে শেষ পর্যন্ত হয়তো এই মতবাদটাই প্রতিষ্ঠা পেয়ে যাবে। বিজ্ঞানীদের এই গবেষণাটি আনুষ্ঠানিকভাবে বিস্তারিত প্রকাশ করা হবে জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক বিখ্যাত ম্যাগাজিন 'স্কাই অ্যান্ড টেলিস্কোপ' এর আগামী মাসের সংখ্যায়।

তাহলে জানা যাক, ১৯১২ সালের ৪ এপ্রিল কনকনে শীতের রাতে আটলান্টিক মহাসাগরে টাইটানিক ডুবির পেছনে চাঁদ এবং সুর্য্যের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন কেন আসছে। লন্ডন থেকে নিউ ইয়র্কের উদ্দেশে ওটাই ছিল টাইটানিকের প্রথম যাত্রা। জাহাজের ক্যাপ্টেন ছিলেন এডওয়ার্ড স্মিথ। তিনি ছিলেন ওই সময়কার সবচে বিখ্যাত ক্যাপ্টেন এবং যে পথে তিনি টাইটানিক চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন সেই পথে তিনি অসংখ্যবার যাওয়া আসা করেছেন। কোনোদিন চুল পরিমাণ ঝাঁমেলার মুখ দেখেননি। তাই তিনি শতভাগ নিশ্চিত ছিলেন টাইটানিকের চলার পথে কোনো বাধা নেই। পর্বতসমান আইসবার্গের কথা তিনি কল্পনাতেও আনতে পারেননি। কারণ ওই পথে টুকরো টুকরো বরফখন্ড ভাসতে ভাসতে যায়। এসব বরফখন্ড জাহাজের জন্য তো দূরের কথা, একটা ডিঙ্গি নৌকার জন্যও ঝুকিপূর্ণ নয়। গভীর মহাসমুদ্রে কখনো এত বড় আইসবার্গ তৈরী হয় না। প্রাকৃতিক কারণে সেটা সম্ভবও নয়।এমনকি ওই অঞ্চলের কয়েক হাজার কিলোমিটারের মধ্যেও বড় আইসবার্গ জন্ম নেয় না।

তাহলে ওই আসবার্গ আসলে কোথায় তৈরী হয়েছিল? টাইটানিকের চলার পথেই বা ওই পর্বতসম আইসবার্গগুলো কে বা কারা রেখে গেল! মিলিয়ন ডলারের প্রশ্ন।

এই প্রশ্নের জবাব নিয়ে এসেছেন টেক্সাস স্টেট ইউনিভার্সিটির জ্যোতির্বিদরা। এত বড় আইসবার্গ কোথায় জন্ম নিয়েছিল আর কিভাবে দক্ষিণ আটলান্টিকে তা উড়ে এসে পড়ল তার অকাট্য প্রমাণ হাজির করেছেন তারা। তারা বলেছেন, যেসব পর্বতসম আইসবার্গে ধাক্কা খেয়ে টাইটানিক ডুবে ১ হাজার ৫১৭ জন যাত্রীর সলিল সমাধি হয়েছিল সেই আইসবার্গ জন্ম নিয়েছিল আসলে গ্রীণল্যান্ডে! গ্রীণল্যান্ডে জন্ম নেয়া আইসবার্গগুলো সাধারণত ল্যাব্রাডর এবং নিউফাউন্ডল্যান্ডের অদূরে অপেক্ষাকৃত অগভীর পানি অঞ্চলে হাজার হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকাজুড়ে স্থিরভাবে দল বেধে ভাসতে থাকে। এখান থেকে বড় আকারের আইসবার্গ বিচ্ছিন্ন হয় না। কারণ, বড় আকারে আইসবার্গ বিচ্ছিন্ন করতে গেলে যত শক্তির স্রোতের প্রয়োজন তত শক্তির স্রোত ওখানে কখনো তৈরী হয় না।

কিন্তু সেই শক্তির স্রোত ওখানে একদিন তৈরী হয়েছিল। সেই দিনটি ছিল ১৯১২ সালের ৪ জানুয়ারি। অর্থাৎ টাইটানিক ধ্বংস হওয়ার ঠিক এক মাস আগে। সেদিন চাঁদ এবং সূর্য্য এমন এক অবস্থানে এসেছিল যে অবস্থানে সর্বোচ্চ মাত্রার মধ্যাকর্ষণ শক্তি তৈরী হয়। সেদিন চাঁদ পৃথিবীর এত নিকটে চলে এসেছিল যা প্রতি ১৪০০ বছরে মাত্র একবার ঘটে! ঠিক তার আগের দিন অর্থাৎ ৩ জানুয়ারি পৃথিবী সূর্য্যের এত নিকটে অবস্থান করছিল যা প্রতি ১৪০০ বছরে মাত্র একবার ঘটে! হয়তো একেই বলে মহাজাগতিক রহস্য! যা ১৪০০ বছরে মাত্র একবার ঘটে সেই ঘটনা চাঁদ-সূর্য্যের বেলায় ঘটে গেল পর পর দুই দিন! হয়তো এই কারণে এই দুইদিন তৈরী হয়েছিল ১৪০০ বছরের মধ্যের সর্বোচ্চ উচ্চতার জোয়ার। প্রবল মধ্যাকর্ষণ শক্তির কারণে সেই জোয়ারের সাথে যোগ দিয়েছিল সর্বোচ্চ শক্তির স্রোত। চাঁদ আর সূর্য্যের যৌথ প্রচেষ্টায় এমন উঁচু জোয়ার এবং এমন শক্তির স্রোত তৈরী হয়েছিল যা ল্যাব্রাডর এবং নিউআউন্ডল্যান্ডের 'বরফ মহাদেশ' থেকে পর্বত আকারের বহু সংখ্যক আইসবার্গ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিল। সেই জোয়ারের তোড়েই মুক্ত আইসবার্গগুলো দিগ্বিদিক ভাসতে শুরু করেছিল। তারই কিছু সংখ্যক বরফের 'পর্বতমালা' এক মাস ধরে ভাসতে ভাসতে হাজির হয়েছিল দক্ষিণ আটলান্টিকের জাহাজ চ্যানেলে। টাইটানিকের চলার পথে। সেই পর্বতের ধাক্কাতেই ৪ এপ্রিল রাতে লেখা হয়ে যায় টাইটানিক নামক উপাখ্যানের শেষ অধ্যায়।